Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – I, Issue-I, published on January 2021, Page No. 1 –6
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 - 0848

উত্তরবঙ্গের বোড়ো-মেচ জনজাতির লোকজ উৎসব ও পালাপার্বণ

বিকাশ নার্জিনারী
গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: bikashnarjinary123@gmail.com

Keyword
বোড়ো-মেচ, জনজাতি, ভাষা ও সংস্কৃতি, উৎসব ও পালাপার্বণ

Abstract
উত্তরবঙ্গের বোড়ো-মেচ জনজাতির লোকজ উৎসব ও পালাপার্বণ আলোচনার আগে 'উত্তরবঙ্গ' সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা দরকার। 'উত্তরবঙ্গ' ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তরাংশে অবস্থিত দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর-দক্ষিণ দুই দিনাজপুর এবং মালদহ এই সাতটি জেলা নিয়ে গঠিত। আসলে এই জেলাগুলি 'জলপাইগুড়ি ডিভিশনভুক্ত', এর ভৌগোলিক সীমানা উত্তরে সিকিম ও ভুটান রাষ্ট্র, পশ্চিম সীমানায় বিহার রাজ্য ও নেপাল রাষ্ট্র, পূর্ব সীমানায় অসম রাজ্য, দক্ষিণে গঙ্গা নদী ও মুর্শিদাবাদ এবং দক্ষিণ-পূর্বে বাংলাদেশ। কিন্তু আজকে সাধারণভাবে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং দার্জিলিং জেলাকে উত্তরবঙ্গ হিসাবে ধরে নেওয়া যায়।
বিশ্বের মধ্যে বৈচিত্র্যের আর এক নাম হল 'উত্তরবঙ্গ'। বৈচিত্র্য যেমন এখানকার প্রকৃতিতে তেমনি রয়েছে মানব সমাজে। ভারততীর্থের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ উত্তরবঙ্গের ভূখণ্ডে চারটি ভাষাগোষ্ঠী বিদ্ধমান— ভারতীয় আর্য, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক ও মঙ্গোলীয়। আমরা জানি উত্তরবঙ্গে বোড়ো-মেচ, রাভা, গারো, টোটো, ধীমাল, চাঁই, লেপচা, তামাং, ওঁরাও, মুন্ডা, সাঁওতাল, রাজবংশী প্রভৃতি জনজাতির বসবাস— যার ফলে মিশ্র সংস্কৃতি এ-মাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
বোড়ো-মেচ জনজাতি মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত। এই মঙ্গোলীয় জনজাতির আগমন সম্পর্কে গবেষক প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের কাছে জানা যায় বোড়ো-মেচ জনজাতি খ্রিস্টপূর্ব সহস্রাব্দের পূর্বেই ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল এবং খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম থেকে চতুর্থ শতকের মধ্যেই হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণের ঢালু থেকে উত্তরপূর্ব ভারতে, বিহার সংলগ্ন নেপাল, অসম ও উত্তরবঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল। উত্তরবঙ্গে মূলত যে-চারটি জেলায় বোড়ো-মেচ জনজাতির বসবাস, সেটি হল—দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার।

প্রাচীন যুগ থেকে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করার ফলে নিজস্ব 'বাথৌ' ধর্ম যেমন গড়ে উঠেছে তেমনি সমাজের নতুন নতুন আচার-আচরণ, নীতি, বেশ-ভূষা, ভাষা এবং সংস্কৃতিও তৈরি হয়েছে। আমোদপ্রিয় এই বোড়ো-মেচ জনগোষ্ঠী বিভিন্ন পূজাপার্বণ, অনুষ্ঠান ও নাচ-গানের মধ্য দিয়ে তাঁদের আবেগকে নানা আঙ্গিকে তুলে ধরে। যেমন— নববর্ষ, কৃষি-জীবনের সুখ-দুঃখ, মৎস ও পশু শিকার, বিবাহ ও প্রেমগীত এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্যযোগ্য। উত্তরবঙ্গের বোড়ো-মেচ জনজাতি বর্তমানে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের লোকসংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা অনবরত চালিয়ে যাচ্ছে।

আর এই উৎসব অনুষ্ঠানে তাঁরা একদিকে যেমন একে ওপরের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে ঠিক তেমনি এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বাৎসরিক নানা অনুষ্ঠান উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায়ই হয়ে থাকে। যেমন— 'বোড়ো সাহিত্য সভা', 'বোড়ো কৃষ্টি আফাৎ', 'বৈশাগু ফেস্টিভাল' ইত্যাদি।

সূচনা :

উৎসব জাতির প্রাণ। মানুষের নিঃসঙ্গ একাকীত্বের দিন থেকে সমষ্টি জীবনের উত্তরণের পথেই উৎসবের সৃষ্টি। মূলত মানুষের ভক্তি, ভয়, বিশ্বাস ও সংস্কারকে কেন্দ্র করেই দেবদেবীর সৃষ্টিরূপ বৃক্ষ, প্রস্তর, বন, নদী ইত্যাদির প্রতি পূজা হয়। উৎসব আন্তবর্ণ বন্ধন, উৎসব সমাজ সংহতি। আর পার্বণ হলো উৎসবের আদিরূপ। পর্বে পর্বে বাঁধন হলে পার্বণ।[১] তাই একটা জনজাতির সঙ্গে পরিচয় হতে হলে যেমন তাঁদের ভাষা জানা দরকার। তেমনি সেই জনজাতিকে গভীরভাবে জানতে হলে সেই জনজাতির লোকসংস্কৃতি জানাও প্রয়োজন। কারণ ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যেই লুকিয়ে থাকে একটা গোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিচয়। জন্মসূত্রে ও কর্মসূত্রে উত্তরবঙ্গে থাকার ফলে বোড়ো-মেচ জনজাতির বিভিন্ন রীতিনীতি, আচার-আচরণ, জীবন-সংস্কৃতি, উৎসব, লৌকিক পালাপার্বণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিবাহ-পরম্পরা, লোকবাদ্য, সাজসজ্জা প্রভৃতির সঙ্গে আমি পরিচিত। তবে আরও বিষয়টাকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করার জন্য ক্ষেত্রসমীক্ষা (field Work)-ও করতে হয়েছে।

বোড়ো-মেচ জনজাতির পরিচয় :

উত্তরবঙ্গের বোড়ো-মেচ জনজাতির লোকজ উৎসব, পালাপার্বণ ও সংস্কৃতির সম্পর্কে আলোচনার আগে 'উত্তরবঙ্গ' সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা প্রয়োজন। আয়তনের দিক থেকে উত্তরবঙ্গ গোটা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। উত্তরবঙ্গ তথা জলপাইগুড়ি ডিভিশন ২১,৬২৫০ বর্গ কিলোমিটার।[২] বিশ্বের মধ্যে বৈচিত্র্যের আর এক নাম হল উত্তরবঙ্গ। বৈচিত্র্য যেমন এখানকার প্রকৃতিতে তেমনি রয়েছে মানব সমাজে। ভারততীর্থের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ উত্তরবঙ্গের ভূখণ্ডে চারটি ভাষাগোষ্ঠী বিদ্ধমান— ভারতীয় আর্য, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক ও মঙ্গোলীয়। যার ফলে মিশ্র সংস্কৃতি এ-মাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে রয়েছে। এহেন মিশ্র সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের উপর বিশ্বায়নের অনিবার্য আক্রমণ ও অবক্ষয় তাকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে না পারলেও অনেক জনজাতির ভাষা ও সংস্কৃতির নিজস্বতা আজ টিকে থাকায় দায় হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হল বোড়ো-মেচ জনজাতির ভাষা ও সংস্কৃতি।

বোড়ো-মেচ জনজাতি মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত। চারুচন্দ্র সান্যাল-এর মতে—মোঙ্গলীয়রা ভারত ও ব্রহ্মদেশের মধ্যবর্তী পাতকোই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে এ-দেশে আসার পর তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে তিনদিকে অগ্রসর হয়েছিল। বলা বাহুল্য এই তিনটি দলের মধ্যে একটি দল দক্ষিণ কাছার দিকে অগ্রসর হয়ে 'কাছারী' নামে পরিচিত হল অন্য দুটো দল ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা ধরে বর্তমান আসাম রাজ্যের গোয়ালপাড়া এবং সেখান থেকে কিছু অংশ উত্তরবঙ্গে এসেছিল। তারাই বোড়ো-মেচ নামে পরিচিতি লাভ করে। আবার বি.এইচ.হজসন 'BODO' শব্দটিকে জাতি এবং ভাষাগত শব্দ বোঝাতে প্রথম ব্যবহার করেন। 'BODO' শব্দটি তিব্বতের প্রাচীন নাম 'বেদো-উইল' বা 'বোদো-পাস' থেকে এসেছে। যেহেতু ইংরেজি 'D' অনেক সময় 'R' উচ্চারিত হয়েছে, তাই 'বোডো' (BODO) 'বোড়ো' উচ্চারিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'the Bodo's appear first to have settled over the entire Brahmaputra Valley, and extended west into North Bengal (in Koch Bihar, Rangpur and Dinajpur districts).'[৩] বর্তমান উত্তরবঙ্গে মূলত চারটি জেলায় বোড়ো-মেচ জনজাতির বসবাস। যেমন— দার্জিলিং জেলায় খড়িবাড়ি, তাঁরাবাড়ি, মানসারাজোত, মাটিগাড়া, নকশাল বাড়ি, শালুগড়া ও জলপাইগুড়ি জেলায় ওদলাবাড়ি, ঘাসমাড়ি, গয়েরকাটা, শালবাড়ি, নরর্সিংপুর এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় এথেলবাড়ি, ভগতপাড়া, কার্জীপাড়া, দলগাঁও, শিশুবাড়ি, রাঙ্গালিবাজনা, আমবাড়ি, ছেকামারি, ছোটশালকুমার, বড়ো শালকুমার, সাতালি, হান্টাপাড়া, খয়েরবাড়ি, কুমারগ্রাম, মারাখাতা, তেলিপাড়া, খয়েরডাঙ্গা, শামুকতলা প্রভৃতি জায়গায় বোড়ো-মেচ জনজাতি অধিক সংখ্যায় রয়েছে।

এ ছাড়া কোচবিহার জেলার বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায়।[৪] এই প্রসঙ্গে ভাষাবিদ নির্মল দাশ উত্তরবঙ্গের বোড়ো-মেচ জনজাতির অবস্থান সম্পর্কে বলেছেন, 'মেচ জনসংখ্যার (পশ্চিমবঙ্গ) শতকরা ৯৭% জলপাইগুড়ি জেলার পর্বত-সন্নিহিত এলাকায় অবস্থিত, অবশিষ্টরা কোচবিহার ও দার্জিলিং জেলায় উপনিবিষ্ট। ভোটচীনীয় ভাষাবর্গের অন্তর্গত 'মেচ' (বোড়ো) ভাষাই এদের প্রথম ভাষা, দ্বিতীয় ভাষা বাংলার আঞ্চলিক উপভাষা; অনেক ক্ষেত্রে ঘরের ভাষা 'মেচ', আর বাইরের ভাষা বাংলা।'[৫]

বোড়ো-মেচ জনজাতির ভাষা :

উত্তরবঙ্গের বোড়ো-মেচ জনজাতির নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি আছে। তবে এই ভাষা ও সংস্কৃতি প্রকৃতির নিয়মে পরিবর্তিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত । মিশ্র ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে বোড়ো-মেচ জনজাতির বসবাস তার একটি অন্যতম কারণ। উত্তরবঙ্গে বোড়ো-মেচ, রাভা, গারো, টোটো, ধীমাল, চাঁই, লেপচা, তামাং, ওঁরাও, মুন্ডা, সাঁওতাল, রাজবংশী প্রভৃতি জনজাতির বসবাস। এই সব জনজাতির ভাষা ও সংস্কৃতির যেমন পরিবর্তন ঘটছে তেমনি বোড়ো-মেচ জনজাতিরও পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। ভাষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে তরাই ও ডুয়ার্স এলাকায় বোড়ো-মেচ জনজাতি কমপক্ষে দুই থেকে তিনটি ভাষায় কথা বলে। ফলে এদের ভাষার মূল শব্দগুলো পরিবর্তিত হচ্ছে। আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষাভাষী জনজাতির মধ্যে সংখ্যালঘু জনজাতির ভাষা টিকে থাকতে পারে না। নেপালি, সাদরি, রাজবংশী, বাংলা ভাষাভাষী সাথে বসবাস করার ফলে অনেক জায়গায় বোড়ো-মেচ জনজাতি তার নিজস্ব ভাষা আর বলেন না; যেমন আলিপুরদুয়ার জেলায় শিশুবাড়ির কয়েকটি বর্ম্মপরিবার, আমবাড়ির শৈব্য পরিবার, দলদলিয়ার শৈব্য পরিবার, জটেশ্বরের শৈব্য পরিবারের কয়েকটি বাড়ি।

২০১১ সালে ভারতের জনগণনা অনুসারে বোড়ো ভাষী জনসংখ্যা ১৪৮২৯২৭ জন। আর পশ্চিমবঙ্গে এর পরিমাণ প্রতি দশ হাজারে পাঁচ জন (census of India 2011— statement-1 and statement-3)। সেই হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে বোড়ো-মেচ জনজাতির সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার। তবে এই গণনা সঠিক নয়। তার কারণ হিসাবে বলা যায়, উত্তরবঙ্গের বোড়ো-মেচ মানুষেরা জনগণনার সময় মাতৃভাষা হিসাবে বাংলা ভাষাকে নির্বাচন করে থাকেন। এখানে শুধু তাদেরই ভুল বললে হয় না। এর পিছনে কিছু রাজনৈতিক চক্রান্ত রয়েছে। যেমন সার্ভে সময় যে তালিকা তাদের সামনে তুলে ধরা হয় তার মধ্যে বাংলা ও হিন্দিরই অপশন রাখা হয়। যার ফলে বোড়ো-মেচ জনজাতির মানুষেরা জনগণনার সময় বাধ্য হয়ে নিজ মাতৃভাষাকে অস্বীকার করে বাংলা বা হিন্দিকেই তালিকায় চিহ্নিত করে। তাই উত্তরবঙ্গের মধ্যে বোড়ো-মেচ জনজাতির প্রকৃত সংখ্যা কত তা সঠিকভাবে সরকারি জনগণনায় জানা সম্ভব না। (বোড়ো-মেচ জনজাতির ছেলেমেয়েরা বেশিরভাগ ছোটো থেকে বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা করে, তাই তাদের মাতৃভাষা বাংলা)। বর্তমানে পাওয়া জনগণনা অনুয়ায়ী পশ্চিমবঙ্গে বোড়ো-মেচ জনজাতি আনুমানিক ২ লক্ষ ৭৫ হাজার।

উত্তরবঙ্গের বোড়ো-মেচ জনজাতি বোড়ো ভাষায় কথা বলে। এই বোড়ো (BODO) ভাষা ভারতীয় সংবিধানে ২০০৩ সালে অষ্টম সিডিউলে স্থান পেয়েছে ।[৬] ভাষাটি ভোটচীনীয় (Sino-Tibetan)-এর অন্তর্গত একটি শাখা। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় Sino-Tibetan ভাষাগোষ্ঠীকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন— (১) Tibeto-Burman, (২) Siamcse-Chinese;[৭] Sino-Tibetan শাখার উপশাখা অসম বর্মী(Assam-Burmese Group) এবং -এর থেকে সৃষ্ট বোড়ো-নাগা ভাষাগোষ্ঠীর (Bodo-Naga Group) অন্যতম ভাষা বোড়ো (Boro)। আর তার একটি উপভাষা শাখা বোড়ো-মেচ উপভাষা (Mech dialect of North Bengal, West Bengal)। বোড়ো ভাষার নিজস্ব কোনো লিপি নেই। বাংলা, অসমিয়া, রোমান বা দেবনাগরী লিপিতে লেখা হয়। তবে আসামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারিভাবে প্রাথমিক থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত দেবনাগরী লিপি ব্যবহার করা হয়। তবে উত্তরবঙ্গের দ্বিতীয় ভাষা যাদের বাংলা তারা বাংলা হরফই ব্যবহার করেন। ১৯১৫ সালে বোড়ো ভাষা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ 'বড়োনি ফিছা ও আয়েন' (BORONI PHISA O AYEN) বাংলা হরফে লেখা হয়। যেটি সম্পাদিত হয়েছিল গঙ্গাচরণ কছারী ও নরপতিচন্দ্র কছারী'র হাবড়াঘাট বোড়ো সম্মেলনের প্রচেষ্টায় কলকাতার উইলিয়ামস লেনের ৪-নং ভবনে।[৮]

রোড়ো-মেচ জনজাতির উৎসব ও পালাপার্বণ :

উৎসব জাতির প্রাণ। আর লোক হল গ্রামীণ জনগোষ্ঠী। আর উৎসব বলতে আমরা বুঝি লোককেন্দ্রিক জীবনধারার বা লোকজীবনের সমবেত উল্লাসমুখরিত অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াকর্ম। সাধারণভাবে লোকউৎসব বলতে বোঝায় গ্রামীণ জনগণের উৎসব। আর পার্বণ হল উৎসবের আদিরূপ।[৯] বোড়ো-মেচ জনজাতিরা ধর্ম আচরণের দিক থেকে সাধারণত প্রকৃতি উপাসক অর্থাৎ জড়োপাসক(Animist)। তাঁদের প্রধান দেবতা 'বাথৌ' বা 'বাঠৌ', যা বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণ-এ মাটির প্রদীপ মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত 'সিজৌ' নামে পূজিত হয়। বোড়ো-মেচরা মনে করেন এটি মাটি, জল, অগ্নি, বাতাস এবং আকাশ-এর সমন্বয়ে গঠিত। 'বাথৌ' বোড়ো-মেচ ভাষায় একটি যুগ্ম শব্দ যাহা 'বা' এবং 'থৌ' শব্দ দুটির সমন্বয়ে গঠিত। 'বা' মানে মৌনবা বা পাঁচ অর্থাৎ মাটি, জল, অগ্নি, বাতাস এবং আকাশ। 'থৌ' মানে সানথৌ অর্থাৎ তত্ত্ব। সুতরাং 'বাথৌ' মানে পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চভূত। অতএব 'বাথৌ ধর্ম' হল পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চভূত অবলম্বিত একটি ধর্ম।[১০] এই ধর্মের প্রধান দেবতা 'অবং লাউরী' আর দেবী হলেন 'বালিখুংগ্রি'। অবং লাউরীকে 'বুড়া বাঠৌ' আর বালিখংগ্রিকে 'মাইনাও বুরুই'-ও বলা হয়। অবং লাউরীর বেদিস্থান আঙিনার উত্তর-পূর্ব কোণের বাঠৌ ধানশালীতে। আর মাইনাও বুরুই এর বেদিস্থান 'নোমানো' নামে একটা উত্তরের ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণ-এ। এই ঘরের নাম 'ইসিং'।[১১] বিয়ের অনুষ্ঠান, অন্নপ্রাশন, নবান্ন, চাষ-আবাদ, এমনকি সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালানো সবই এই দেবদেবীকে কেন্দ্র করে। পুজোর জন্য তাঁদের নিজস্ব পুরোহিতকে বলা হয় 'রোজা' আর রোজার সাহায্যকারীকে বলা হয় 'পানথল'। কিন্তু উত্তরবঙ্গের বোড়ো-মেচ জনজাতিরা সাধারণত আর্যীকরণে হিন্দু ও খ্রিষ্টান ধর্মের রীতিনীতি পালন করে থাকেন। আবার 'বাথৌ' ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য **১৯৯৩** খ্রিস্টাব্দে 'ধুলারাই বাথৌ গৌথুম' দ্বারেন্দ্র ঈশ্বরারীর উদ্যোগে তৈরি হয়েছে।[১২] এই ধর্মকেই কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বছরের নানা ঋতুতে নানান উৎসব ও পালাপার্বণ। যেমন—পুরনো বছরের চৈত্র মাসকে বিদায় দিয়ে নতুন বছরের বৈশাখ মাসের প্রথম দিন পূজা করা হয়। এই পূজা 'গৗদান বৗছারখৗ নাজাওনাই' নামে পরিচিত। এই পূজার পর পুরো বৈশাখ মাস ধরে নৃত্যগীত সহযোগে 'বৈশাগু রংজানায়' শুরু হয়। উত্তরবঙ্গের বোড়ো-মেচ জনজাতি গত তিন বছর ধরে 'বৈশাগু ফেস্টিবল' প্রোগ্রাম করে আসছে। এখানে বোড়ো সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয়। এই বৈশাগু উৎসবকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—'গরু বিহু' এবং 'মানুহর বিহু'। চৈত্র মাসের দিনটিতে গরুর শরীর ধোয়ানো হয় নদী বা পুকুরে। তারপর গৃহপালিত গরুর শিঙে তেল দেওয়ার পর মালা পরিয়ে দেওয়া হয় এবং তারপর খাওয়া দেওয়া হয়। আর 'মানুষের বিহু'র মধ্যে বাঠৌ দেবতার পুজো দেওয়া হয়। নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে খেরাই পূজা করে বাঁশি বাজিয়ে নৃত্যগীত করা হয়। তারপর পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে মদ, মুরগি, ভাজা মাংস, পিঠেপুলি অর্পণ করা হয়। বোড়ো-মেচ সমাজের প্রধান ধর্মীয় উৎসব খেরাই। খের+রাই=খেরাই। 'খের' অর্থ হাঁটু গেড়ে প্রণাম এবং 'রাই' অর্থ প্রার্থনা করা ; অর্থাৎ হাঁটু গেড়ে বাথৌ দেবতাকে প্রার্থনা করা হয় যে উৎসবে তা খেরাই নামে পরিচিত। বাথৌ দেবতার সঙ্গে অন্যান্য দেবদেবীদের সন্তুষ্ট করাই খেরাই পুজোর মূল উদ্দেশ্য।[১৩]

ড. অনিল বড়ো খেরাই উৎসবকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন।[১৪] যেমন—

১. দৗসীন খেরাই : কার্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহে পালিত হয়। লক্ষ্মী খেরাই নামেও পরিচিত।

২. উমরাও খেরাই : অম্বুবাচির পরে আষাঢ় মাসে পালিত হয়।

৩. ফালো খেরাই : মাঘ মাসের বিশেষত মাঘী পূর্ণিমায় পালিত হয়।

৪. স্বোয়াওনি খেরাই : সংসারের সুখ সমৃদ্ধি কামনায় এই উৎসব বা পূজা বছরের যে কোনো সময় তিথিতে হয়ে থাকে। এই নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে উত্তরবঙ্গে বোড়ো-মেচরা সাধারণত বিভিন্নভাবে খেরাই পালন করে থাকে। যেমন—

১. আই খেরাই : একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনদের আমন্ত্রণ করে পরিবারের মঙ্গল কামনায় এই পুজো উৎসব পালন করা হয়। একে 'স্বো মিধায় হুনায়'ও বলা হয়। আবার পারিবারিক খেরাই পূজাও বলা হয়।

২. গার্জা খেরাই : গ্রামদেবতার থান-এ গ্রামের সবাই মিলে পরিষ্কার করে পুজো করে। বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে এই পুজো হয়ে থাকে। একে গ্রাম পূজাও বলা হয়।

এই খেরাই পূজাতে মূলত 'বাথৌ' বেদিতে 'সিজৌ' গাছ রোপণ করে ১৮ জোড়া বাঁশের খুটি দিয়ে চারিদিকে ঘেরা দেওয়া হয়। এই ১৮ জোড়া বাঁশের খুটি ১৮ জোড়া দেবদেবীর নামে দেওয়া হয়। পুজোর নৈবদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়—আতপ চাল, কলা, পান, কাঁচা সুপারি, মদ ইত্যাদি। আবার পশু বলি হিসাবে ব্যবহার করা হয় মুরগি, ছাগল, শূকর, পায়রা, হাঁস ইত্যাদি। খেরাই উৎসবে একজন 'রোজা' (ওঝা বা পুরোহিত) এবং একজন 'পানথল' (পুরোহিতকে সাহায্যকারি) থাকে। অনেক সময় একজন 'দৌদিনী' (দেবদাসী)ও থাকে। নৃত্য সহযোগে হয় বলে এই পূজায় বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। যেমন—খাম (বড় ঢোল), চিফুং (বাঁশি), জোথা (খঞ্জরী), দাহাল (ঢাল), এবং থুংগ্রী (তরোয়াল) প্রভৃতি। রোজা বা দৌদিনীর মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে এই পুজো হয়ে থাকে। উত্তরবঙ্গের বোড়ো-মেচ জনজাতির কয়েকটি দেবদেবী হল—বাথৌ বৌরাই, স্রাংসাথী (সরস্বতী), লৌক্ষি (লক্ষ্মী দেবী), মাইনাও বুরৈ, মা কালীদেবী, তিস্তাবুড়ি বা মাহামৈ (মহামায়া), মানাসুর, গ্রাম ঠাকুর, ভদ্রকালি, পীরবাবা প্রভৃতি।

তথ্যসূত্র :

১. চৌধুরী, দুলাল এবং পল্লব সেনগুপ্ত : লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, কলকাতা ৯, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ : ২০০৪, দ্বিতীয় সংযোজন : ২০১৩, পৃ. ২৮৫

২. দাশ, নির্মল : উত্তরবঙ্গের ভাষাপ্রসঙ্গ, কলকাতা ০৯, সাহিত্য বিহার, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৮৪, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ : অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১৪

৩. Chatterji, Suniti Kumar : Kirāta-Jana-Kṛti, Kolkata 01, The Asiatic Society, First Published in 1951, Fifth Reprint in January 2018, p. 46

৪. মহেশ চন্দ্র নার্জিনারী, বয়স ৭৩/৭৪ বৎসর। গ্রাম—উত্তর ছেকামারী, মাদারী হাট, আলিপুরদুয়ার। পেশা— বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মী ছিলেন। বোড়ো সাহিত্য সভার সঙ্গে যুক্ত। বোড়ো-মেচ জনজাতির বিভিন্ন ধরণের গান, উত্তরবঙ্গের কোন কোন জেলায় বসবাস করে ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তথ্য সংগ্রহের তারিখ— ১৪.১২.২০১৮

৫. দাশ, নির্মল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

৬.https://universalinstitutions.com/languages-added-in-the-8th-schedule-of-indian-constitution/

৭. Chatterji, Suniti Kumar: Kirāta-Jana-Kṛti, January 2018, p. 22

৮. বিদ্যুৎ বসুমাতা, বয়স— ৫৪/৫৫ বছর। গ্রাম—ছিপরা, আলিপুরদুয়ার। পেশা—কৃষক। বোড়ো সাহিত্য চর্চা, গান, কবিতা, ছোটগল্পকার, এমনকি বাংলা সাহিত্য চর্চা করেন। বোড়ো সাহিত্য সম্পর্কে জানা যায়। তথ্য সংগ্রহের তারিখ— ২৫.১০.২০১৯

৯. চৌধুরী, দুলাল এবং পল্লব সেনগুপ্ত : পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৫

১০. সুবা, রমেশ চন্দ্র : বাথৌ ধর্ম্ম, আলিপুরদুয়ার, শহীদ মেশিং প্রেস, প্রথম সংস্করণ : ১লা জুন ২০০০ পৃ. ২

১১. রমেশ চন্দ্র সুবা, বয়স—৭৮/৭৯ বছর। গ্রাম—সাতালী, আলিপুরদুয়ার। পেশা—স্কুল শিক্ষক ছিলেন। বাঠৌ ধর্ম সম্পর্কে, বোড়োদের বসবাস সম্পর্কে আলোচনা হয়। তথ্য সংগ্রহের তারিখ—২৪.০৩.২০১৯

১২. সমেন্দ্র নার্জিনারী, বয়স—৫৪/৫৫ বছর। গ্রাম—বোলাডাবরি, আলিপুরদুয়ার। পেশা-রেল ডিপার্টমেন্ট। বোড়ো সংস্কৃতির একজন সমাজ সংস্কারক। বোড়ো-মেচ ভাষার সাহিত্য, পত্রপত্রিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তথ্য সংগ্রহের তারিখ— ২০.০২.২০১৯

১৩. রায়, দীপককুমার: বাংলা ও বোড়ো ভাষা: একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬, পৃ. ২৫

১৪. Boro, Anil: Folk literature of The Boros: An Introduction, Guwahati-07, Adhunik Prakashan, 1st Edition February 26, 2001, p. ৪৮